LECTURE NOTE FOR SEM - 6 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-6-5-2020

PAPER- CC-14

TOPIC- SANSKRIT KARAKA(TRITIYA BHIBHAKTI)

তৃতীয়া বিভক্তি বিধায়ক সূত্রসমূহ বিশ্লেষণ

১। কর্তৃ ও করণকারকে তৃতীয়া---

সূত্র--''কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া''(২।৩।২৮)--এই সূত্রটিকে ভাঙলে আমরা পাই-
কর্তৃকরণয়োঃ(৭মী) +তৃতীয়া।
=কর্তরি(কর্তায়)+করণে (করণে)

অনুবৃত্তি--আলোচ্য সূত্রে ''অনভিহিতে'' এই সম্পূর্ণ সূত্রটি অনুবৃত্তি হবে। এখানে অনভিহিত শব্দের অর্থ হল-অনুক্ত। ফলে সম্পূর্ণ সূত্রটি হবে-''অনভিহিতে কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া''।

দীক্ষিত বৃত্তি--''অনভিহিতে কর্তরি করণে চ তৃতীয়া স্যাৎ।'' এর অর্থ হল-অনুক্ত কর্তায় ও অনুক্ত করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এই বিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাক---

ব্যাখ্যা- রামেণ বাণেন হতঃ বালী। এই বাক্যের অর্থ হল-'রামের বাণের দ্বারা বালী হত হয়েছে'। এই বাক্যটি করণবাচ্যে আছে। এখানে 'রাম' অনুক্ত কর্তা আর 'বাণ' অনুক্ত করণ। এই বাক্যটিকে যদি সরাসরি কর্তৃবাচ্যে আমরা প্রয়োগ করতাম তাহলে বাক্যটি হত-'রামঃ বাণেন বালীং হতবান্'। এখানে 'রাম' কর্তা, 'বাণ' করণ, 'বালী' কর্ম, ও 'হতবান্' ক্রিয়া। এখানে উল্লেখ্য যে, কর্তৃকারকে প্রথমা হবে এমন কোনো সূত্র ব্যাকরণে নেই, তা আছে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা। আর কর্তা উক্ত হলে বা সরাসরি কাজটি করলে সেখানে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হয়। কিন্তু কর্তা অনুক্ত হলে সেখানে প্রথমা বিভক্তি না হয়ে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। **রামেণ বাণেন** হতঃ বালী এই উদাহরনে রাম ও 'বাণ' এখানে অনুক্ত হওয়ায় **''কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'' এই একই সূত্রানুসারে** 'রামেণ' পদে কর্তৃকারকে তৃতীয়া ও 'বাণেন' পদে অনুক্ত করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

২। অপবর্গে তৃতীয়া--

সূত্র-''অপবর্গে তৃতীয়া'' (২।৩।৬)--এই সূত্রটিতে দুটি পদ আছে। যথা- 'অপবর্গে' ও 'তৃতীয়া'। আলোচ্য সূত্রে 'অপবর্গে' এই পদের অর্থ হল-ফলপ্রাপ্তি বা ফলপাওয়া বা ক্রিয়াসমাপ্তি।

অনুবৃত্তি= আলোচ্য সূত্রে ''অনভিহিতে'' ও ''কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে''(২।৩।৫) এই সূত্রদুটি অনুবৃত্তি হবে। ফলে সম্পূর্ণ সূত্রটি হবে--- **''অত্যন্তসংযোগে অপবর্গে কালাধ্বনোঃ অনভিহিতে তৃতীয়া''**। এখানে অত্যন্তসংযোগে=ব্যাপ্তি অর্থে অপবর্গে=ফলপ্রাপ্তি, 'কালাধ্বনোঃ'= কালবাচক ও অধ্বাচক বা পথবাচক শব্দের উত্তর।

দীক্ষিত বচন- ''অপবর্গঃ ফলপ্রাপ্তিঃ। তস্যাং দ্যোত্যায়াং কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে তৃতীয়া স্যাৎ''। এর অর্থ হল-অপবর্গ শব্দের অর্থ ফলপ্রাপ্তি। ফলপ্রাপ্তি বোঝালে ব্যাপ্ত্যর্থে কালবাচক ও পথের পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

ব্যাখ্যা= আলোচ্য সূত্রটিকে উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাক--১। **সঃ <u>বৎসরেণ</u> ব্যাকরণম্ অপঠৎ।** এটি কালবাচক এর উদাহরণ। এর অর্থ হল-সে এক বৎসর ধরে ব্যাকরণ পড়েছিল। সে পড়েছিল অর্থাৎ এখানে অতীতকাল প্রযুক্ত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তার ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে অপবর্গ দ্যোতিত হয়েছে। তাই 'বৎসরেণ' পদে অপবর্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। কিন্তু **'সঃ বৎসরেণ ব্যাকরণম্ অপঠৎ'** এই বাক্যটিকে যদি **'সঃ বৎসরং ব্যাকরণম্ পঠতি'** এইভাবে বর্তমানকালে প্রয়োগ করা হত তাহলে এর অর্থ হত-সে একবৎসর ধরে ব্যাকরণ পড়ছে। মানে বর্তমানে এখনও পড়ে যাচ্ছে, তার পাঠ এখনও সমাপ্ত হয়নি। ফলপ্রাপ্তি না হওয়ায় কালবাচক 'বৎসর' পদে তৃতীয়া না হয়ে দ্বিতীয়া হয়েছে।
২। **<u>ক্রোশেন</u> অনুবাকঃ অধীতঃ।** এর অর্থ হল-চলতে চলতে এক ক্রোশের মধ্যেই সূক্তগুলি পঠিত হয়ে সমাপ্ত হয়েছে। তাই 'ক্রোশেন' পদে অপবর্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

সূত্রে 'অপবর্গে' পদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন--**''অপবর্গে কিম্ ? মাসমধীতো নায়াতঃ।''** এর অর্থ হল-অপবর্গে কী ? একমাস ধরে পঠিত হয়েছে কিন্তু 'নায়াতঃ' (ন সমাপ্তঃ)। অর্থাৎ সমাপ্ত হয় নি। অপবর্গ বা ফলপ্রাপ্তি বোঝানো না হলে কেবল ব্যাপ্তি বোঝালে

''কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে'' সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি হবে। যেমন-মাসম্ ব্যাকরণম্ অপঠৎ। শুধু মাসব্যাপী পড়ার অর্থই বোঝাচ্ছে। ফলপ্রাপ্তির নয়। কিন্তু মাসেন অধীতঃ বললে শুধু পাঠ নয় সমাপ্তিও বোঝায়।

৩। সহার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়া--''সহযুক্তেঽপ্রধানে'' পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাই পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৪। অঙ্গবিকারে তৃতীয়া--

সূত্র- ''যেনাঙ্গবিকারঃ''(২।৩।২০)-যেন+অঙ্গ-বিকারঃ। যেন=যার দ্বারা, যেই অঙ্গের দ্বারা । অঙ্গবিকারঃ=অঙ্গীর বিকার। অঙ্গ=হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গী=অঙ্গানি অস্য সন্তি=অঙ্গী। অর্থ-অঙ্গবান পুরুষ। তস্য বিকারঃ=অঙ্গবিকারঃ। অঙ্গবিকার বলতে সাধারণতঃ চোখ নেই, কান নেই ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ অঙ্গহানিকেই ধরে থাকি। বিকার বলতে কিন্তু হানি ও আধিক্য দুটোই বুঝব। যা স্বাভাবিক নয় তাইই বিকার। হানির উদাহরণ-**অক্ষ্ণা** কানঃ। চোখে কাণা । আধিক্যের উদাহরণ-**মুখেন** ত্রিলোচনঃ। মুখে তিনটি চোখ।

দীক্ষিত বচন- ''যেনাংগেন বিকৃতেন অংগিনো বিকারো লক্ষ্যতে ততস্তৃতীয়া স্যাৎ। অক্ষ্ণা কাণঃ। অক্ষিসম্বন্ধিকাণত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থ।''

অর্থ- যে অংগ বিকৃত হলে অংগীর বিকৃতি লক্ষিত হয়, সেই অংগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-**অক্ষ্ণা** কাণঃ।

ব্যাখ্যা-- সূত্রে 'অংগ' শব্দের অর্থ অংগী। 'অংগবিকার' শব্দের সান্নিধ্যে থাকায় 'যেন' শব্দের অথ্র হবে-'যেন বিকৃতাংগেন' । বাক্যে অংগীর বিকার প্রকাশ পেলেই বিকৃতাংগে ৩ য়া হবে নচেৎ নয়। যথা-বালকঃ অক্ষ্ণা কাণঃ। বালকটি একটি চোখে কাণা। 'বালক' একানে অংগী। , 'অক্ষি' হল অংগ। অক্ষি যেহেতু অন্ধ, অতএব তা বিকৃত। বাক্যে 'কাণ' শব্দটি বালকের বিশেষণ হওয়ায় অংগীর বিকলাংগতা অর্থাৎ বালকটি যে অক্ষিবিষয়ে কাণত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ অন্ধ তা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করা হয়েছে। এবং তার জন্যই বিকৃতাংগ 'অক্ষিতে' ৩য়া হয়েছে। অংগীর বিকলাংগতা প্রকাশ না পেলে ৩ য়া হয় না। সূত্রে 'অংগবিকারঃ' পদটির প্রয়োজনীয়া বিষয়ে দীক্ষিত বলেছেন--**'অংগবিকারঃ কিম্ ? অক্ষি কাণমস্য। '**। অংগবিকারের প্রয়োজনীয়তা কি ? এর উত্তরে দীক্ষিত বলেছেন-অক্ষি কাণমস্য। এর চোখ অন্ধ। এই বাক্যে 'কাণম্' অক্ষির বিশেষণ। পুরুষের নয়। অর্থাৎ এখানে পুরুষের অর্থাৎ অংগীর অন্ধত্ব ভাষায় প্রকাশ না পাওয়ায় 'অক্ষিতে' তৃতীয়া হয় নি।

পরে আরও আলোচিত হবে